দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 SEP 1987
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

শিক্ষাঙ্গন

15 SEP 1987

নিরক্ষরতা দূরীকরণের কার্যক্রম

সময়ের বিবর্তনে আজ অনেক কিছুরই পরিবর্তন ঘটেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও ঘটেছে আমূল পরিবর্তন। অতীতে গ্রামে কারো বৈঠকখানা কিংবা কোন গাছতলায় বা মসজিদের বারান্দায় শিক্ষাদানের কাজ চলতো এবং গ্রামের স্বল্প শিক্ষিত কোন লোক বা পণ্ডিত শিক্ষাদান করতেন। আজ সে স্থলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়েছে। এগুলোর কোন কোনটি পাকা আবার কোনটি টিনের। অতীতের ছন বা খড়ের জীর্ণ কুটিরের দৃশ্য আজকাল খুবই কম দেখা যায়।

বর্তমানে শিক্ষাদানে যাঁরা নিয়োজিত তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অতীতের শিক্ষকদের তুলনায় অনেক বেশীই বলা যায়। আজকের প্রাথমিক বিদ্যালয় কিংবা এবতেদায়ী অথবা ফোরকানীয়া মাদ্রাসার পেছনে সরকারের যে পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে সে সময় তার কিছুই ছিল না বলা যায়। কিন্তু তারপরও দেখা গেছে সে সময়কার স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তি ও পণ্ডিতরা অক্ষরজ্ঞান শিক্ষাদান কাজে অনেক অবদান রেখেছেন। আজকাল সে দৃশ্য ও সেই উৎসাহ আর নেই। অবশ্য দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে ঐ ব্যবস্থা যথেষ্টই ছিল সে কথা বলা যায় না। তবে এ ব্যাপারে ঐ সময়কার তুলনায় আজকের ব্যয়বহুল বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থার পাশাপাশি অক্ষরজ্ঞান দানের অতীত এই পদ্ধতিটি বিরাট সহায়ক হতে পারে বলে আমরা মনে করি।

এ ক্ষেত্রে সরকারী আনুকূল্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় কিংবা এবতেদায়ী বা ফোরকানীয়া মাদ্রাসার পাশাপাশি অতীত দিনের সেই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রতিও দৃষ্টি দিতে পারি আমরা। গ্রামের স্বল্প শিক্ষিত নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে এই ব্যবস্থার অধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয় বা মক্তব-মাদ্রাসায় পড়ার নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে রাতে বা দিনে অবসরে পড়ানোর কাজ চালাতে পারে। গ্রামের স্বল্প শিক্ষিত পুরুষ বা নারী নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিশুদের প্রাথমিক ধর্মীয় জ্ঞানদানের জন্য নিষ্ঠার সাথে কাজ চালালে তা শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিরাট সহায়ক হবে।

যেসব বাড়ী বা গ্রামে কোন বেকার স্বল্প শিক্ষিত নারী বা পুরুষ তাদের এ মহৎ কাজে অভিভাবকদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। জ্ঞান বিস্তারের ক্ষেত্রে তাদের এ ধরনের প্রয়াসকে উৎসাহিত করতে সমাজ সচেতনদের এগিয়ে আসা উচিত। তারা এ পথে এগিয়ে আসলে নিরক্ষরতা দূরীকরণ তথা সমাজ উন্নয়নে বিরাট সহায়ক হবে।

—মোজাহারুল হক বাবুল

প্রকৃত শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব

"শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। যে জাতি যত শিক্ষিত, সে জাতি তত উন্নত।" এ বক্তব্যটি বর্তমানে যেন শ্লোগান হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই, আমাদের প্রয়োজন— শিক্ষাই যেন জাতির আসল মেরুদণ্ড হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা ক্ষেত্রে তার বাস্তব রূপটি তুলে ধরা। আর এ রূপটি তুলে ধরার জন্য প্রয়োজন অকৃত্রিম ত্যাগ-তিতিক্ষা। আর এ ত্যাগ শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, এর জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাগণেরও প্রচুর ত্যাগের প্রয়োজন। ছাত্র-ছাত্রীদের ত্যাগ হবে অধ্যয়নে এবং শিক্ষক বা শিক্ষিকার ত্যাগ হতে হবে শিক্ষাদানে। তবেই, আমরা বর্তমান বিশ্বে উন্নত জাতি হিসেবে পরিগণিত হতে পারবো।

শিক্ষাকে শুধু পুঁথিগত বা মুখস্ত বিদ্যায় সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না বরং এ শিক্ষা হওয়া চাই ব্যবহারিক শিক্ষা। তাই এর বাস্তব রূপ দিতে হলে আমাদের তলিয়ে দেখা উচিৎ— আমরা অকৃত্রিম ত্যাগের মাধ্যমে এর কতটুকু বাস্তব রূপ দিতে পেরেছি। আর এও আমাদের ভেবে দেখা দরকার— এই বাস্তব রূপ দেয়ার পেছনে প্রতিবন্ধকতাই বা কি? এ প্রতিবন্ধকতা কিভাবে কাটিয়ে উঠা যায়। এ প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে পারলেই আমাদের দেশে শিক্ষার প্রকৃত মান ফিরে আসবে।

—আহমাদ আলী